দৈনিক বাংলা ২০
তারিখ 18 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

চারটি বোর্ডের ফল প্রকাশ

এইচএসসি পরীক্ষায় গড় পাশের হার ৫৬·৪২

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের হার গড়ে ৫৬ দশমিক ৪২।

ঢাকা বোর্ডের পাসের হার গড়ে ৪৮ দশমিক ৪২, কুমিল্লা বোর্ডের ৬১ দশমিক ৬৯, যশোর বোর্ডের ৫৬ দশমিক ৪৬ এবং রাজশাহী বোর্ডের ৬২ দশমিক ২৭।

৪টি বোর্ড থেকে এবার ২ লাখ ৬৩ হাজার ২ শ ৪৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫ শ ৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী।

ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ইফতেখার আনাম। তার রোল নং ঢাকা-৯। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৯৫২ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ সায়েফউল্লাহ। তার রোল ফৌজ-১৩। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৯০৭ নম্বর পেয়েছে।

যশোর বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শাব্বির আহসান। তার রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৩১। ৪টি বিষয়ে লেটারসহ সে নম্বর পেয়েছে ৮৯৩।

রাজশাহী বোর্ডে প্রথম স্থান

চার বোর্ডের আংশিক ফল ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০-এর পৃষ্ঠায়

অধিকার করেছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এস এম আশেক রানা। তার রোল নং রাজ ক্যাডেট-৩। ৫টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৯১৬ নম্বর পেয়েছে।

চার বোর্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে ঢাকা বোর্ডের ইফতেখার আনাম।

ঢাকা বোর্ড থেকে এ বছর প্রথম বিভাগে ৫ হাজার ৬ শ ৭৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২৩ হাজার ১ শ ২৫ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১০ হাজার ৬ শ ৩৫ জন নিয়ে মোট ৩৯ হাজার ৪ শ ২৭ জন পাস করেছে।

কুমিল্লা বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৪ শ ৮৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ হাজার ৪ শ ২০ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১৪ হাজার ২ শ ৩১ জনসহ মোট ৩৪

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ইফতেখার আনাম

কাজী রুশদী আহমদ

সাব্বির আহসান

চারটি বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা

চারটি বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকাগুলোর প্রথম ১০ জনের নাম নীচে দেয়া হলোঃ

ঢাকা বোর্ড

১ম—ইফতেখার আনাম, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-৯। ৪টি লেটারসহ ৯৫২ নম্বর। ২য়—কাজী রুশদী আহমদ, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-৫১। ৪টি লেটারসহ ৯২৬ নম্বর। ৩য়—হাসান তাহের ইমাম, রোল নং ঢাকা-৬ এবং শামীম ফিরোজ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

...ার বোর্ডের ...ীর্ষ স্থানে ...ইফতেখার

(স্টাফ রিপোর্টার)

...ঢাকা কলেজের ছাত্র ইফতেখার ...নাম (রাসেল) এবারের এইচ...এসি পরীক্ষায় চারটি বোর্ডের ...্য শীর্ষস্থান লাভ করেছে। সে ...টি লেটারসহ মোট ৯৫২ নম্বর

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কাজী রুশদী আহমদ চার বোর্ডের দ্বিতীয়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ড অফিস থেকেই বাড়ির ভুল নম্বর দেয়া হয়েছিল। তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাজী রুশদী আহমদের ইস্কাটনের বাসা যখন পেলাম তখন সে বসে ছিল গর্বিত মা বাবার পাশে। রুশদী ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডে প্রথম শাব্বির সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারী শাব্বির আহসান ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে অথবা প্রকৌশলী হবে; এর মধ্যেই সে সেনাবাহিনীতে যোগদানের যোগ্য

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এবার মেয়েদের পাশের হার বেশী

।। আবদাল আহমদ।।

চারটি শিক্ষা বোর্ডের এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভাল করেছে। অপরদিকে পরীক্ষায় মেধার প্রমাণ রেখেছে বেশী ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা।

মোট ২ লাখ ৬৩ হাজার ২শ ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৩ হাজার ৮৮৯ জন পুরুষ। এর মধ্যে ৫৬ দশমিক ৬৬ ভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে।

অন্যদিকে মহিলা পরীক্ষার্থী-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

...লা খালেদা নাহার শম্পা

স্বপন কুমার বর্ধন

সাবরিনা খান কান্তা

...মেয়েদের মধ্যে শীর্ষ ...ন শম্পার

(স্টাফ রিপোর্টার)

...কা বোর্ডের এইচএসসি পরী... মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান ...লা খালেদা নাহার শম্পার। ...বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা ...জ থেকে চারটি বিষয়ে লেটার... ৯০৫ নম্বর পেয়েছে। সম্মি... মেধা তালিকায় তার স্থান

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

স্বপন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে প্রথম হয়েছে স্বপন কুমার বর্ধন। ঢাকা কলেজ থেকে সে চারটি লেটারসহ ৮৯০ নম্বর পেয়েছে; সম্মিলিত মেধা তালিকায় সে অষ্টম স্থান লাভ করেছে।

কৃতী ছাত্র স্বপন অর্থনীতিতে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়। ভালো রেজা-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

সাবরিনা খান কান্তা অর্থনীতিবিদ হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

'বাবা আমার প্রিয় লেখক—তবে সৈয়দ শামসুল হকের বইও আমি বেশ পড়ি।' কৃতী ছাত্রী সাবরিনা খান কান্তা একথা জানালো।

কান্তা এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে মানবিক শাখায় মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। মানবিক বিভাগে তার স্থান দ্বিতীয়। সে হলিক্রস কলেজ থেকে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬০ নম্বর পেয়েছে।

কান্তা অর্থনীতিতে পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে চায়। কান্তার অবসর কাটে পুরনো দিনের গান শুনে ও গল্পের এই

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ড আট হাজার পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত

(জালালউদ্দিন আহমদ)

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবার ২৬টি কলেজের প্রায় ৮ হাজার এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশ স্থগিত রেখেছে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 8 OCT 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

পাশের হার বেশী

(প্রথম পৃঃ পর)

দের সংখ্যা হচ্ছে ৫৯ হাজার ৩৬০ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৭ দশমিক ৩৩ ভাগ।

তবে চারটি বোর্ডের মেধা তালিকায় মেয়েরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর তেমন রাখতে পারেনি। ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার ২৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জন ছাত্রী কুমিল্লা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার ২৫ জনের মধ্যে ২ জন ছাত্রী, যশোর বোর্ডের ২৭টির মধ্যে মাত্র ২ জন ছাত্রী এবং রাজশাহী বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকার ৩৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন ছাত্রী রয়েছে।

পাশের দিক দিয়ে এবার সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী রাজশাহী বোর্ড। এ বোর্ডে ৬২ দশমিক ২৭ ভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী প্রথম বিভাগ লাভ করেছে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা। চারটি বোর্ডের সর্বমোট ১৩ হাজার ৪০৮টি প্রথম বিভাগের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ৫ হাজার ৫৬৭টি, রাজশাহী বোর্ডের ২ হাজার ৯০৮টি, কুমিল্লা বোর্ডের ২ হাজার ৪শ ৮৯টি এবং যশোর বোর্ডে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ২ হাজার ৪৪৪ জন।

এ বছর সবচেয়ে গৌরব লাভ করেছে ঢাকা বোর্ডের ঢাকা কলেজ, কুমিল্লা বোর্ডের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী বোর্ডের রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং যশোর বোর্ডের ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কলেজ ১৭টি, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ১৪টি, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ একক ও যুগ্মভাবে ১৭টি এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ৯টি স্থান লাভ করেছে।

চারটি বোর্ডের ফল প্রকাশ

(প্রথম পৃঃ পর)

হাজার ১ শ ৪০ জন পাস করেছে।

যশোর বোর্ড থেকে পাস করেছে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৪ শ ৪৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ২০ হাজার ৯ শ ২৪ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১৩ হাজার ১ শ ৫১ জন। মোট পাসের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৫ শ ১৯ জন।

রাজশাহী থেকে পাস করেছে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৯ শ ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে ২১ হাজার ৪ শ ৪৭ জন ও তৃতীয় বিভাগে ১৪ হাজার ১ শ ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে মোট ৩৮ হাজার ৪ শ ৯২ জন।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডে এবার পাসের হার সর্বনিম্ন। বিজ্ঞানে পাসের হার ৫২ দশমিক ৮৩, কলা বিভাগে ৪৬ দশমিক শূন্য ২, বাণিজ্যে ৪৪ দশমিক ৩১ এবং কৃষিতে ৫৩ দশমিক ৯২।

২০ জনের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রাধান্য ঢাকা কলেজের। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানসহ এই কলেজের মোট ১৭ জন ছাত্র ১৪টি স্থান অধিকার করেছে। এর মধ্যে ৪টি স্থান তারা পেয়েছে যুগ্মভাবে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় একজন ছাড়া বাকি সবাই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রী। অষ্টম স্থানের অধিকারী ছাত্র মানবিক বিভাগের।

এই বোর্ডে কলা শাখার প্রথম ১০ জনের মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছে ঢাকা কলেজের ছাত্র স্বপন কুমার বর্মন। ৪টি লেটারসহ সে মোট ৮৯০ নম্বর পেয়েছে। তার রোল নং ঢাকা-৬৭৫৪৮। তবে কলা শাখায় প্রাধান্য হলিক্রস কলেজের। এই কলেজের ছাত্রীরা ১০টির মধ্যে ৭টি স্থান দখল করেছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী সাবরিনা খান এই কলেজেরই ছাত্রী। তার রোল নং ঢাকা ম-৬৯৭৪৫। ৩টি লেটারসহ সে মোট ৮৬০ নম্বর পেয়েছে।

বাণিজ্য শাখায় এই বোর্ডে ঢাকা কলেজের দেবব্রত নন্দী ২টি বিষয়ে লেটারসহ ৭৯১ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান পেয়েছে। ১০টি স্থানের মধ্যে প্রথম ৫টিসহ মোট ৮টি স্থান এই কলেজের ছাত্ররাই পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ড থেকে পাসের হার বিজ্ঞানে ৭০ দশমিক ৬৩, কলা শাখায় ৩৭ দশমিক ১৬, বাণিজ্যে ৫৯ দশমিক ২১ এবং কৃষিতে ৬৯ দশমিক ৬৫।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় সবাই বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী। এতে প্রাধান্য ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ১৪টি স্থানই তারা পেয়েছে। এর মধ্যে ৩টি স্থান অন্য কলেজের সঙ্গে যুগ্মভাবে।

এই বোর্ডে কলা শাখায় প্রথম ১০ জনের মেধা তালিকায় প্রাধান্য চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রীদের। এই কলেজের ছাত্রী শাহনাজ বেগম ৬৯৩ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। তার রোল নং চট্ট-১ ম-২২। প্রথম ৪টি স্থান ছাড়াও এই কলেজের ছাত্রীরাই ৭টি স্থান দখল করেছে। এ ছাড়াও ১০ম স্থানটিও যুগ্মভাবে পেয়েছে এই কলেজেরই একজন ছাত্র।

বাণিজ্য শাখার মেধা তালিকায় প্রাধান্য নিজামপুর কলেজ ও চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের। দু'টি কলেজ থেকেই ৪টি করে স্থান এককভাবে ও ১টি করে স্থান যুগ্মভাবে ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছে। প্রথম হয়েছে নিজামপুর কলেজের মোঃ আবু ইউসুফ। ২টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৭৫১। তার রোল নং নিজাম-৩১৮।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে পাসের হার বিজ্ঞান শাখায় ৬২ দশমিক ৯৯, মানবিক বা কলা শাখায় ৫২ দশমিক ৬৫, বাণিজ্যে ৫৫ দশমিক ২১ এবং কৃষিতে ৬৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

এই বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রাধান্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের। তারা প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে দু'টি পেয়েছে অন্য কলেজের সঙ্গে যুগ্মভাবে। সম্মিলিত মেধা তালিকার সবাই বিজ্ঞান বিভাগের।

কলা শাখার ১০ জনের মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ২টি বিষয়ে লেটারসহ ৭৫০ নম্বর পেয়ে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের হু জম হাসিবুশ শহীদ। তার রোল নং কুষ্টিয়া-১৭৬১। এই শাখায় প্রাধান্য বরিশাল সরকারী মহিলা কলেজের ছাত্রীদের। দ্বিতীয় স্থানসহ তারা ৩টি স্থান পেয়েছে।

বাণিজ্য শাখার মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে ১টি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৭৪০ নম্বর পেয়ে বরিশাল সরকারী গৌরনদী কলেজের সমীর কুমার শীল। তার রোল নং গৌনদী-৬৩৪। সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের ৩ জন ছাত্র এই শাখায় ৩টি স্থান দখল করেছে।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে এবার পাসের হার সর্বোচ্চ। এই বোর্ড থেকে বিজ্ঞানে ৬৮ দশমিক ১৭, কলা শাখায় ৫৮ দশমিক ৩২, বাণিজ্যে ৬০ দশমিক ১৩ এবং কৃষিতে ৬৩ দশমিক ৫২ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।

এই বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রাধান্য রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের। প্রথম স্থানসহ তারা ১০টি স্থান অধিকার করেছে। এর মধ্যে দু'টি যৌথভাবে অন্য কলেজের সঙ্গে। এর পরেই রয়েছে রাজশাহী কলেজের অবস্থান। তারা একক এবং যৌথভাবে ৭টি স্থান পেয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২০টি স্থানের অধিকারী সবাই বিজ্ঞান বিভাগের।

এই বোর্ডে কলা বিভাগে আধিপত্য রাজশাহী কলেজের। ১০টির মধ্যে ৮টি এককভাবে ও ১টি যৌথভাবে নিয়ে মোট ন'টি স্থানই এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পেয়েছে। তবে প্রথম স্থান পেয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শওকত শরীফ। ৪টি লেটারসহ সে ৮৩২ নম্বর পেয়েছে। তার রোল নং রাজ-৩৪৫।

বাণিজ্য বিভাগের প্রথম ১০ জনের মেধা তালিকাতেও রাজশাহী কলেজের আধিপত্য। তারা প্রথম স্থানসহ মোট ৬টি স্থান এ বিভাগে পেয়েছে। ৩টি লেটারসহ ৭৮৪ নম্বর পেয়ে এই কলেজের গোলাম মোস্তাফা প্রথম হয়েছে। তার রোল নং রাজ-৮০৪।

ফল স্থগিত

(প্রথম পৃঃ পর)

এসএসসি পাশ করেনি নয়তো তারা ভর্তির ব্যাপারে অন্য কোন অনিয়ম করেছে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের ধারণা।

ঢাকা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, মোট ৪৩টি কলেজের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম ধরা পড়ে, সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে শোকজ করা হয়। ১৭টি কলেজ কর্তৃপক্ষ তার জবাব দেন, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব জবাব যাচাই করে দেখছেন, সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের ফল প্রকাশ করা হয়। পরে কোন ত্রুটি পেলে যে কোন সময়ে তাদের ফল আবার উইথহেল্ড করা হতে পারে।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... I কলাম ... I ...

কিন্তু বাকী ২৬টি কলেজ কর্তৃপক্ষ দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যেও বোর্ডের শো-কজের কোন উত্তর দেয়নি। শো-কজের উত্তর দেয়ার জন্য বোর্ড তাগাদা দিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদের টনক না নড়ায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছে যে এসব কলেজ থেকে অংশ গ্রহণকারী কিছু পরীক্ষার্থী ভুয়া এসএসসি সার্টিফিকেট, ভুয়া রেজিস্ট্রেশনে ভর্তি ভুয়া টিসিতে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়াই ভর্তি হয়েছিল। এছাড়াও বেশ কটি কলেজ থেকে পরীক্ষার ফি ও ঠিকভাবে বোর্ডে পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মতে কয়েকটি কলেজের কিছু অসাধু শিক্ষক ভুয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা করে। এইসব ভুয়া সার্টিফিকেট মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অসাধু শিক্ষকরা প্রতি বছর মোটা অংকের টাকা কামাচ্ছে।

জানা গেছে, রাজধানী ঢাকা বা কোন জেলা শহর থেকে ফেল করা একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী টাকার বিনিময়ে ভুয়া সার্টিফিকেট যোগাড় করে গ্রামাঞ্চলের কলেজে ভর্তি হয়। উল্লেখ্য গত এইচএসসিতেও ঢাকা বোর্ডের হাতে প্রায় ৫শ ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ে। বিগত এইচএসসিতে (৮৫ সনে) পরীক্ষার্থী নির্বাচনে দুর্নীতির আশংকা নেয়ায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা কে এম কলেজ ও মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর মতিলাল কলেজকে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়। এদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা না হওয়ায় তারা গত এক বছর ধরে ঝুলছে।

এবারের (৮৬ সনের) ২৬টি অভিযুক্ত কলেজ হচ্ছেঃ বৃহত্তর ঢাকা জেলার ভাওয়াল জামালপুর কলেজ, সোনারগাঁও কলেজ, এম, এ রউফ কলেজ, (মানিকগঞ্জ) কাপাসিয়া কলেজ, মড়াপাড়া কলেজ, মনোহরদী কলেজ কাজী আজিমউদ্দিন কলেজ (জয়দেবপুর), কালিয়াকৈর কলেজ ও খিলগাঁও কলেজ (ঢাকা মহানগরী)।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া কলেজ, গৌরীপুর কলেজ আঠারবাড়ী কলেজ, তেলিগাতি কলেজ, ত্রিশাল নজরুল কলেজ, কুলিয়ারচর কলেজ, ভালুকা কলেজ ও নান্দাইল শহীদ স্মৃতি কলেজ।

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী কলেজ, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি কলেজ ভুয়াপুর কলেজ, ঘাটাইল ব্রাহ্মণশাসন গণ মহাবিদ্যালয় পাকুটিয়া বিসি আর জি কলেজ, মির্জাপুর কলেজ ও মধুপুর কলেজ। আর ফরিদপুর জেলার নড়িয়া কলেজ ও নগরকান্দা কলেজ।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে এইসব অনিয়মে যেসব শিক্ষক জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা তারা নেবে। ঐসব কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্বপন

(১ম পৃঃ পর)

ল্টের জন্যে স্বপন নিয়মিত দৈনিক সাত থেকে আট ঘন্টা অধ্যয়ন করেছে।

অবসরে সে বই পড়ে। সত্যজিৎ রায়, ও হুমায়ুন আহমেদ তার প্রিয় লেখক। কবি শামসুর রাহমান তার প্রিয় কবি। খেলা হিসেবে [illegible] সে পছন্দ করে।

শাব্বির

(প্রথম পৃঃ পর)

বিবেচিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র শাব্বির এসএসসি পরীক্ষায় একই কলেজ থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় অস্টম ও শিল্পকলা বিভাগে প্রথম হয়েছিল।

ভালো ফল করার নেপথ্যে সে উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়েছে তার আব্বা মা এবং কলেজের প্রিন্সিপাল লেফটেন্যান্ট কর্নেল নুরুন নবীর কাছ থেকে।

শাব্বির গতকাল রেডিওতে তার সাফল্যের খবর প্রথম শোনে। এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া—খুব ভালো লেগেছে। তবে অবাক হইনি। কারণ, প্রথম বা দ্বিতীয় হবো এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। সে রোজ গড়ে ১২।১৩ ঘন্টা পড়াশোনা করেছে। ছুটিতে চাচার বাসায় এলে প্রাইভেট টিউটরের কাছে অংক পড়েছে।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলি শাব্বিরকে খুব আকর্ষণ করে। পরীক্ষার পর ছুটিতে সে টোফেল কোর্স করছে। তার শখ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পড়া। প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়, ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ ও কবি জন ডান। প্রিয় খেলা বাস্কেট বল। শাব্বির রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেও ভালোবাসে।

শাব্বির তার আব্বাকে সহ গত রাতে দৈনিক বাংলা অফিসে এসেছিল। তার আব্বা জনাব শরাফত হোসেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পূর্ত পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী। শাব্বিরের মা ফেরদৌস আরা একজন গৃহবধূ। তাদের বাড়ি টাঙ্গাইলের মীর্জাপুর উপজেলায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে শাব্বির সবার বড়।

ইফতেখার

(১-এর পৃঃ পর)

পেয়েছে।

রাসেলের জন্যে গতকালের সকাল সুসংবাদ নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। বাবার এক সাংবাদিক বন্ধু প্রথম এসে তাকে এ সুসংবাদ জানান। সে এসএসসিতেও ঢাকা বোর্ডে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছিল।

বিজ্ঞানের ছাত্র রাসেল সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ অধ্যয়ন করে একজন ভালো ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়।

গতকাল তার ধানমন্ডির বাসায় গেলে রাসেল জানায় সে গড়ে দৈনিক আট থেকে ন ঘন্টা পড়াশুনা করেছে। অংক, পদার্থ এবং রসায়ন বিষয়ে তার হাউস টিউটর ছিল। তার ভালো রেজাল্টের পেছনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তার পিতা-মাতা। এছাড়া নিয়মানুবর্তীতা, শৃংখলাবোধ ও আত্মবিশ্বাসই তাকে এ গৌরব আনতে সহায়তা করেছে বলে সে আমাদের জানায়।

খুবই ঐতিহ্যশালী পরিবারে রাসেলের জন্ম। তার দাদা হচ্ছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ। তার পিতা মাহবুব আনাম বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের পরিচালক, মার্কেটিং এবং মা মাহবুবা আনাম। বেগম একজন নজরুল সঙ্গীত শিল্পী।

সিংহ রাশির জাতক রাসেলের সখ রেডিওতে বিভিন্ন খেলার কমেন্ট্রি শোনা। মোহামেডান এর সমর্থক রাসেলের প্রিয় খেলা ক্রিকেট, প্রিয় খেলোয়াড় কায়সার হামিদ। সে তার আম্মার গান শুনতেই বেশী ভালবাসে।

সম্মিলিত মেধা তালিকা

(প্রথম পৃঃ পর)

আখতার, রোল নং ঢাকা-৭, ঢাকা কলেজ। ৪টি লেটারসহ ৯১৪ নম্বর। ৪র্থ—মাস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-১৮। ৪টি লেটারসহ ৯০৬ নম্বর। ৫ম—লায়লা খালেতুন নাহার, বেগম বদরুন্নেসা গভঃ গার্লস কলেজ, রোল নং ঢাকা ম-৯৪০৬। ৪টি লেটারসহ ৯০৫ নম্বর। ৬ষ্ঠ—দেবানন্দ সরকার, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-২৩। ৪টি লেটারসহ ৯০১ নম্বর। ৭ম—জাভেদ এমদাদ, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-৫০। ৪টি লেটারসহ ৮৯৪ নম্বর। ৮ম—স্বপন কুমার বর্মন, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-৬৭৫৪৮। ৪টি লেটারসহ ৮৯০ নম্বর। ৯ম—তারিফ হায়াত খান, ঢাকা কলেজ, রোল নং ঢাকা-৩১। ৪টি লেটারসহ ৮৮৪ নম্বর। ১০ম—মোঃ তারিকুল ইসলাম, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, রোল নং মীর্জা-২২৮৪৩। ৪টি লেটারসহ ৮৮৩ নম্বর।

কুমিল্লা বোর্ড

১ম—মোঃ সায়েফউল্লাহ, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ফৌজ-১৩। ৪টি লেটারসহ ৯০৭ নম্বর। ২য়—ওমর ফারুক মোহাম্মদ কামরুল বাশার চৌধুরী, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ফৌজ-২। ৪টি লেটারসহ ৯০৪ নম্বর। ৩য়—জাফরউল্লাহ আরিফ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ফৌজ-৩৬ এবং প্রণব দাশ, চট্টগ্রাম কলেজ, রোল চট্ট-১ নং ৪২৯। ৪টি লেটারসহ ৯০০ নম্বর। ৪র্থ—মোঃ শামসুল আবেদীন, রোল নং ফৌজ-৬। ৪টি লেটারসহ ৮৯৩ নম্বর। ৫ম—মামুন ইউসুফ, রোল নং ফৌজ-৪৪। ৪টি লেটারসহ ৮৭৬ নম্বর। ৬ষ্ঠ—আখতার বিন হোসেন, রোল নং ফৌজ-২৬। ৪টি লেটারসহ ৮৭৫ নম্বর। তারা সবাই ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। ৭ম—শফিক উদ্দিন আহমদ, রোল সিলেট-২ নং ১১০। সিলেট সরকারী কলেজ। ৩টি লেটারসহ ৮৭৪ নম্বর। ৮ম—সুবীর কুমার নন্দী, রোল নং ফৌজ-১২। ৪টি লেটারসহ ৮৭০ নম্বর। ৯ম—ফাহিমদৌলা কণক, রোল নং ফৌজ-৪৫। ৪টি লেটারসহ ৮৬৩ নম্বর। তারা সবাই ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের। ১০ম—ইনাম আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রোল নং চবি-২৯। ৪টি লেটারসহ ৮৬১ নম্বর এবং শহীদুল আলম চৌধুরী, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ফৌজ-৩৫। তিনটি লেটারসহ ৮৬১ নম্বর।

রাজশাহী বোর্ড

১ম—এ এস এম আশেক রানা, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রোল নং রাজ ক্যাডেট-৩, পাঁচটি লেটারসহ ৯১৬ নম্বর। দ্বিতীয়—মোহাম্মদ আবদুল অলীম, রাজশাহী কলেজ রোল নং রাজ-৬৬৭, চারটি লেটার সহ ৯০৮ নম্বর। তৃতীয়—হাসান মাহমুদ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রোল নং রাজ ক্যাডেট-১, তিনটি লেটারসহ ৮৯৮ নম্বর। চতুর্থ—দেওয়ান মিজানুর রহমান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, রোল নং রাজ ক্যাডেট-৩৮, চারটি লেটারসহ ৮৯৩ নম্বর এবং সন্দীপন সান্যাল, রাজশাহী কলেজ, রোল নং রাজ-৬৫৩, চারটি লেটারসহ ৮৯৩ নম্বর। পঞ্চম—মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ রোল নং রাজ [illegible]ট-৫, চারটি লেটারসহ ৮৮০ [illegible]ষ্ঠ—খোন্দকার মিসবাহ[illegible]ম, রাজশাহী ক্যাডেট [illegible] নং রাজ ক্যাডেট-[illegible] [illegible]সহ ৮৬৩

রোল নং রাজ ক্যাডেট-২৫, তিনটি লেটারসহ ৮৪৬ নম্বর।

যশোর বোর্ড

১ম—শাব্বির অহসান, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৩৯, চারটি লেটারসহ ৮৯৩ নম্বর। দ্বিতীয়—কল্লোল হালদার, পিরোজপুর সরকারী কলেজ, রোল নং পিরোজপুর-১৫, তিনটি লেটারসহ ৮৮৭ নম্বর। তৃতীয়—মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-১, চারটি লেটারসহ ৮৭৭ নম্বর। চতুর্থ—মোহাম্মদ ওমর শরীফ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ-৩৮, তিনটি লেটারসহ ৮৬৯ নম্বর। পঞ্চম—মোহাম্মদ রোকনউজ্জামান, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-২৯, তিনটি লেটারসহ ৮৬৬ নম্বর। ষষ্ঠ—মহসীন উদ্দীন আহমদ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-২২, চারটি লেটারসহ ৮৬৪ নম্বর। সপ্তম—আসমা ইয়াসমিন, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, রোল নং যশোর ক্যান্ট ম-১২৩, তিনটি লেটারসহ ৮৪৯ নম্বর। অষ্টম—মোসাম্মৎ কামরুন নাহার, সরকারী এম এম কলেজ রোল নং যশোর ম-১, তিনটি লেটারসহ ৮৪০ নম্বর। নবম—মোহাম্মদ শরাফত আলী, সরকারী এম এম কলেজ, রোল নং যশোর-৪৬, তিনটি লেটারসহ ৮৩৯ নম্বর। দশম—মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল নং ঝিনাইদহ ক্যাডেট-২, তিনটি লেটারসহ ৮৩৬ নম্বর।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ... 1 ...

মারুফা কানিজ পিয়া

পিয়া রাজশাহী বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে ১ম

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রাজশাহী ১৭ই অক্টোবর।— রাজশাহী সরকারী কলেজের ছাত্রী মারুফা কানিজ পিয়া এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৮ম স্থান ও মেয়েদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেছে। সে পদার্থ, রসায়ন, গনিত ও পরিসংখ্যানে লেটারসহ মোট ৮৬১ নম্বর পেয়েছে।

পিয়া ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চায়। সে এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ স্টার নম্বর পেয়েছিল। উল্লেখ্য, পিয়ার ভাই মীর মাসরুদ কবির ১৯৮১ সালে একই বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান ও বোন মাহবুবা কানিজ ১৯৮৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

পিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা বেগম মাসতুরা খানমের দ্বিতীয় কন্যা। পিয়ার বাবা মীর জাবদুল কাইয়ুম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

দেবব্রত নন্দী

দেবব্রত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখার শীর্ষ স্থান দেবব্রত নন্দীর। ঢাকা কলেজ থেকে দুটি বিষয়ে লেটারসহ সে ৭৯১ নম্বর পেয়েছে।

কৃতী ছাত্র নন্দী একাউন্টিং-এ অনার্স পড়ে একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হতে চায়। ভালো রেজাল্টের জন্যে সে প্রত্যহ গড়ে ছয় ঘন্টা পড়েছে।

দেবব্রত নন্দীর ফুটবল খেলা প্রিয়। পড়াশুনার ব্যাপারে মামা তাকে উৎসাহ দিয়েছে। এ জন্যে সে মামার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তার বাবা বিপ্লব কুমার একজন কাস্টম ইন্সপেক্টর।

সাবরিনা খান

(প্রথম পৃঃ পর)

পড়ে, গর্বিত মা বাবার পাশে বসে হাসিখুশী কান্তা জানায় সে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতও চর্চা করে। তার পিতা বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক রাহাত খান দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক। মা সাঈদা খানম একজন গৃহিণী।

কান্তা ভালো রেজাল্টের জন্যে ৪।৫ ঘন্টা পড়েছে। সে এসএসসিতে মানবিক শাখায় প্রথম হয়েছিল। তার তিন ভাই এক বোন।

বৃশ্চিক রাশির জাতিকা কান্তার প্রিয় খাবার চকলেট।

রুশদা আহমেদ

(১ম পৃঃ পর)

তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। এছাড়া চার বোর্ডের মধ্যেও সে দ্বিতীয়।

ঢাকা কলেজের ছাত্র রুশদী চারটি লেটারসহ মোট ৯২৬ নম্বর পেয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় কোন স্থান পায়নি। তাই বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান লাভ করবে এ ধারণা রুশদীর কখনোই ছিল না। ফলে অপ্রত্যাশিত ফল লাভে সে খুবই খুশী।

মেধাবী ছাত্র রুশদী কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার পড়তে বিদেশে যাবে। তবে সে দৃঢ়ভাবে আমাদের জানায়ঃ 'আমি দেশের উন্নতিতে আমার মেধা কাজে লাগাতে চাই'।

রুশদী নিয়মিত তিন-চার ঘন্টা তার পাঠ্যবই পড়াশুনা করেছে। তবে শেখার জন্যে সে প্রত্যহ বিভিন্ন বই পড়তো। রুশদী জানায়—শেখার আগ্রহ নিয়ে পড়লে যেমন অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায় তেমনি পরীক্ষায় ভাল ফলও লাভ করা যায়।

আগামীতে যারা ভালো রেজাল্ট করতে চায় রুশদী তাদেরকে আত্মবিশ্বাস শৃংখলা বোধ ও জানার আগ্রহ নিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনকে বিশৃংখলাপূর্ণ আখ্যায়িত করে সে ছাত্রদের রাজনীতির চেয়ে পড়াশুনাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে মনে করে।

বৃশ্চিক রাশির জাতক রুশদীর সখ—ভ্রমণ। সে একজন বাস্কেট বল খেলোয়াড়। রুশদী জানায়ঃ ভালো রেজাল্ট করার পেছনে যিনি বেশী অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন সেন্ট জোসেফ স্কুলের তার সেই প্রিয় শিক্ষক মরহুম ফজলুল হক এই খুশীর দিনে আজ নেই।

রুশদীর পিতা ডক্টর কাজী খালিকুজ্জামান আহমদ বিআইডিএস-এর পরিচালক। তার মা ডক্টর জাহেদা আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর।